বিড়ি ও চুরুট কর্মী (নিয়োজনের শর্তাবলী) আইন, ১৯৬৬

১৯৬৬-র ৩২ নং আইন

বিষয়সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

২। সংজ্ঞার্থ।

৩। শিল্প-ঘরবাড়িকে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে।

৪। লাইসেন্স।

৫। আপীল।

৬। পরিদর্শক।

৭। পরিদর্শকের ক্ষমতা।

৮। পরিচ্ছন্নতা।

৯। সংবাতন।

১০। জনবহুলতা।

১১। পানীয় জল।

১২। শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার।

১৩। প্রক্ষালন সুবিধা।

১৪। শিশু পরিচর্যালয়।

১৫। প্রাথমিক চিকিৎসা।

১৬। ক্যান্টিন।

১৭। কর্মের সময়।

১৮। অতিকালিক কর্মের জন্য মজুরি।

১৯। বিশ্রামের জন্য বিরতি।

২০। বিস্তৃতি।

২১। সাপ্তাহিক অবকাশ দিবস।

২২। কর্মের সময়সীমার নোটিস।

২৩। কর্মের সময় ২২ ধারা অনুযায়ী নোটিসের অনুসারী হইবে।

২৪। শিশু নিয়োজনের প্রতিষেধ।

২৫। নির্দিষ্ট কালাবধির মধ্যে নারী বা অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নিয়োজনে প্রতিষেধ।

২৬। মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটির দিন।

২৭। ছুটির সময়সীমাকালীন মজুরি।

২৮। শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এর প্রয়োগ।
২৯। বিশেষ বিধানাবলী।
৩০। বয়স সম্পর্কিত প্রমাণের ভার।
৩১। পদচ্যুতির নোটিস।
৩২। পরিদর্শককে বাধা দিবার জন্য দণ্ড।
৩৩। অপরাধের জন্য সাধারণ দণ্ড।
৩৪। কোম্পানিকৃত অপরাধ।
৩৫। নিষ্কৃতি।
৩৬। অপরাধের প্রগ্রহণ।
৩৭। শিল্প-নিয়োজন (স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৪৬ ও প্রসূতি-সুবিধা আইন, ১৯৬১-র প্রয়োগ।
৩৮। কতিপয় বিধান শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।
৩৯। শিল্প-বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর প্রয়োগ।
৪০। এই আইনের সহিত অসমঞ্জস বিধি ও চুক্তির কার্যকারিতা।
৪১। অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা।
৪২। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দিবার ক্ষমতা।
৪৩। এই আইন ব্যক্তিগত বাসগৃহে স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।
৪৪। নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

বিড়ি ও চুরুট কর্মী (নিয়োজনের শর্তাবলী) আইন, ১৯৬৬

(১৯৬৬-র ৩২ নং আইন)

[১লা নভেম্বর, ১৯৯১ তারিখে যথা—বিদ্যমান]

[৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৬]

বিড়ি ও চুরুট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মিগণের কল্যাণকল্পে ব্যবস্থাকরণের জন্য এবং তাহাদের কর্মের শর্তাবলী প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য আইন।

ইহা ভারত সাধারণতন্ত্রের সপ্তদশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন বিড়ি ও চুরুট কর্মী (নিয়োজনের শর্তাবলী) আইন, ১৯৬৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা কোন রাজ্যে, সেই রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ তারিখে বলবৎ হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ও এই আইনের ভিন্ন ভিন্ন বিধানের জন্য রাজ্যসরকার ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "প্রাপ্তবয়স্ক" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যে আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছে;

(খ) "শিশু" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যে চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই;

(গ) "ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী" বলিতে রাজ্যসরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অঞ্চলসমূহের জন্য এই আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর সকল বা যে কোন কৃত্য সম্পাদন করিতে প্রাধিকৃত কোন প্রাধিকারীকে বুঝায়;

(ঘ) "কনট্রাক্টর" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যে, কোন প্রস্তুত-প্রক্রিয়া সম্পর্কে, ঠিকা শ্রমিকের মাধ্যমে কার্য

নির্বাহের দ্বারা কোন নির্ধারিত ফল উৎপন্ন করিতে অঙ্গীকার করে অথবা যে, কোন শ্রমিককে ব্যক্তিগত বাসগৃহে কোন প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার জন্য কর্মনিযুক্ত করে, এবং উহা কোন সাব-কনট্রাক্টর, এজেন্ট, মুনশি, ঠিকাদার বা সট্টেদারকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(ঙ) "ঠিকা শ্রমিক" বলিতে কোন ঘরবাড়িতে কোন প্রস্তুত-প্রক্রিয়ায় কোন কনট্রাক্টরের দ্বারা বা মাধ্যমে, নিয়োজকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, কর্মনিযুক্ত বা নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে বুঝায় ;

(চ) "কর্মচারী" বলিতে কোন প্রতিষ্ঠানে দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক বা করণিক কোনও প্রকারের কর্ম করিবার জন্য, মজুরির বিনিময়ে হউক বা না হউক, সরাসরিভাবে বা কোন এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে বুঝায়, এবং উহা

(i) বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই গৃহে তৈয়ারী করিবার জন্য যাহাকে কোন নিয়োজক বা কনট্রাক্টর কাঁচামাল দিয়াছে সেরূপ কোন শ্রমিক (অতঃপর এই আইনে "গৃহ কর্মী" বলিয়া উল্লেখিত)-কে, এবং

(ii) কোন নিয়োজক বা কনট্রাক্টর কর্তৃক নিয়োজিত নহে, কিন্তু ঐ নিয়োজক বা কনট্রাক্টরের অনুমতিসহ, বা তাহার সহিত চুক্তি অনুযায়ী কর্ম করিতেছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(ছ) "নিয়োজক" বলিতে,—

(ক) ঠিকা শ্রমিক সম্পর্কে, মূল নিয়োজককে, এবং

(খ) অন্য শ্রমিক সম্পর্কে, কোন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের উপর যাহার অন্তিম নিয়ন্ত্রণ থাকে অথবা অগ্রিম অর্থ-প্রদান করে, মাল যোগান দেয় বলিয়া বা অন্যবিধ কারণে কোন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণে যাহার সারবান স্বার্থ থাকে, সেরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় এবং উহা, ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম অন্য যে ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি, পরিচালন এজেন্ট, পরিচালক,

অধীক্ষক বা অন্য যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(জ) ''প্রতিষ্ঠান'' বলিতে বুঝায় চৌহদ্দি সমেত এরূপ কোন স্থান বা ঘরবাড়ি যেখানে বা যাহার কোন অংশে বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই তৈয়ারী করা সম্পর্কিত প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চালিত হইতেছে বা সাধারণভাবে চালিত হয় এবং উহা কোন শিল্প-ঘরবাড়িকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(ঝ) ''শিল্প-ঘরবাড়ি'' বলিতে বুঝায়, চৌহদ্দি সমেত, এরূপ কোন স্থান ঘরবাড়ি (কোন ব্যক্তিগত বাসগৃহ নহে) যেখানে বা যাহার কোন অংশে বিদ্যুৎ শক্তির সহায়তায় বা সহায়তা ব্যতীত বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই তৈয়ারী করা সম্পর্কিত শিল্প বা প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চালিত হইতেছে বা সাধারণভাবে চালিত হয় ;

(ঞ) ''পরিদর্শক'' বলিতে ৬ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন পরিদর্শককে বুঝায় ;

(ট) ''প্রস্তুত-প্রক্রিয়া'' বলিতে কোন দ্রব্য বা বস্তু বিড়ি বা চুরুটরূপে বা উভয়রূপেই ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন, অর্পণ বা বিলিব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তৈয়ারী করা, সম্পূর্ণ করা, মোড়কবদ্ধ করা বা অনুরূপ ব্যবস্থা করার জন্য বা তদানুষঙ্গিক কোন প্রক্রিয়া বুঝায় ;

(ঠ) ''বিহিত'' বলিতে এই আইন অনুযায়ী রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায় ;

(ড) ''মূল নিয়োজক'' বলিতে যাহার জন্য বা যাহার পক্ষে কোন ঠিকা শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মনিযুক্ত বা নিয়োজিত করা হয়, সেরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় ;

(ঢ) "ব্যক্তিগত বাসগৃহ" বলিতে যে গৃহে বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই প্রস্তুতকরণে কর্মনিযুক্ত ব্যক্তিগণ বাস করে, সেরূপ কোন গৃহ বুঝায় ;

(ণ) "রাজ্যসরকার" বলিতে, কোন সংঘ শাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে, উহার প্রশাসককে বুঝায় ;

(ত) "সপ্তাহ" বলিতে শনিবারের মধ্যরাত্রি হইতে আরভ্যমান সাতদিনের সময়সীমা বুঝায় ;

(থ) "অল্পবয়স্ক ব্যক্তি" বলিতে যে ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছে কিন্তু আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই তাহাকে বুঝায়।

শিল্পঘরবাড়িকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

৩। এই আইনে যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, কোনও নিয়োজক কোন স্থান বা ঘরবাড়ি শিল্প-ঘরবাড়িরূপে ব্যবহার করিবে না বা ব্যবহৃত হইতে দিবে না যদিনা তাহার এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত সিদ্ধ লাইসেন্স থাকে, এবং ঐরূপ লাইসেন্সের শর্ত ও কড়ার অনুসারে ব্যতীত এরূপ ঘরবাড়ি ব্যবহৃত হইবে না।

লাইসেন্স।

৪। (১) কোন ব্যক্তি, যে-কোন স্থান বা ঘরবাড়ি শিল্প-ঘরবাড়িরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় করে বা ব্যবহৃত হইতে দেয় সে, ঐরূপ ঘরবাড়ি শিল্প-ঘরবাড়িররূপে ব্যবহার করিবার বা ব্যবহৃত হইতে দিবার লাইসেন্সের জন্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও সেরূপ ফী প্রদানক্রমে, ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিবে।

(২) ঐ আবেদনপত্রে দিনের কোনও সময়ে ঐ স্থানে ঘরবাড়িতে সর্বোচ্চ সংখ্যায় যত কর্মচারী নিয়োজিত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং ঐ স্থান বা ঘরবাড়ির, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত, একটি নক্শা ঐ আবেদনপত্রের সহিত দিতে হইবে।

(৩) ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন বা মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হইবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন—

(ক) যে স্থান বা ঘরবাড়ি বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত সেই স্থান বা ঘরবাড়ির উপযুক্ততা;

(খ) আবেদনকারীর পূর্ব অভিজ্ঞতা;

(গ) শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত তৎসময়ে বলবৎ বিধিসমূহের বিধানাবলী হইতে উদ্ভূত দাবি মিটাইবার পক্ষে আবেদন-কারীর আর্থিক সামর্থ্য সমেত, আবেদনকারীর আর্থিক সংস্থান;

(ঘ) আবেদন বিশ্বস্তভাবে স্বয়ং আবেদনকারীর পক্ষে করা

হইয়াছে না অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে বেনামে করা হইয়াছে ;

(ঙ) এলাকার শ্রমিকগণের কল্যাণ, সাধারণভাবে জনগণের স্বার্থ এবং যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ অন্যান্য বিষয়।

(৪) (ক) এই ধারা অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত কোন লাইসেন্স যে আর্থিক বৎসরে উহা মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা অতিবাহিত হইয়া গেলে সিদ্ধ থাকিবে না, কিন্তু প্রতি আর্থিক বৎসরে উহা নবীকৃত করা যাইবে।

(খ) এই আইন অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত কোন লাইসেন্স নবীকরণের জন্য কোন আবেদন, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফী প্রদান-ক্রমে, ঐ লাইসেন্সের সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার অন্ততঃ ত্রিশ দিন পূর্বে, করিতে হইবে এবং যেক্ষেত্রে ঐরূপ আবেদন করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে, ঐ লাইসেন্সের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, ঐ লাইসেন্স নবীকৃত না হওয়া পর্যন্ত বা, স্থলবিশেষে, উহার নবীকরণের জন্য আবেদনপত্র খারিজ না হওয়া পর্যন্ত ঐ লাইসেন্স চালু থাকিবে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(গ) ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কোন লাইসেন্স নবীকরণ করিবেন বা নবীকরণ করিতে অস্বীকৃত হইবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে (৩) উপধারায় বিনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(৫) ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কোন লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবীকরণ করিবেন না যদি না তাঁহার প্রতীতি হয় যে এই আইনের বিধানাবলী এবং তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী সারতঃ পালন করা হইয়াছে।

(৬) লাইসেন্সধারীকে তাহার বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দিবার পর ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে মিথ্যা প্রতিরূপণ বা প্রতারণা দ্বারা ঐরূপ লাইসেন্স লাভ করা হইয়াছে অথবা লাইসেন্সধারী এই আইনের বিধানাবলী বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর কোনটি অথবা লাইসেন্সের কোনও শর্ত বা কড়ার উল্লঙ্ঘন করিয়াছে বা

পালন করিতে অপারগ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি এই আইন অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত বা নবীকৃত কোনও লাইসেন্স বাতিল বা বিলম্বিত করিতে পারিবেন।

(৭) রাজ্যসরকার কোন ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীকে এরূপ সাধারণ প্রকৃতির নির্দেশ লিখিতভাবে প্রদান করিতে পারিবেন যেরূপ ঐ সরকার এই ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স মঞ্জুরিকরণ বা নবীকরণ সম্পর্কিত কোনও বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজন বিবেচনা করেন।

(৮) এই ধারার পূর্বগামী বিধানাবলী সাপেক্ষে, ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী, যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ শর্ত ও কড়ারে, এই আইন অনুযায়ী লাইসেন্স মঞ্জুরিকরণ বা নবীকরণ করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কোন লাইসেন্স মঞ্জুরিকরণ বা নবীকরণ করিতে অস্বীকৃত হইবেন সেক্ষেত্রে, তিনি ঐরূপ অস্বীকৃতির কারণসমূহ লিখিতভাবে প্রদানপূর্বক আবেদনকারীকে সংজ্ঞাপিত একটি আদেশ দ্বারা সেরূপ করিবেন।

আপীল। ৫। ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর কোন লাইসেন্স মঞ্জুরিকরণ বা নবীকরণ করিতে অস্বীকৃত হইবার অথবা কোন লাইসেন্স বাতিল বা বিলম্বিত করিবার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে এবং সেরূপ, কুড়ি টাকার অনধিক, ফী প্রদানক্রমে, যেরূপ রাজ্যসরকার এতৎপক্ষে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট, আপীল করিতে পারিবে এবং ঐ প্রাধিকারী, যে আদেশে কোন লাইসেন্স মঞ্জুরিকরণ বা নবীকরণ করিতে অস্বীকার করা হইয়াছে অথবা কোন লাইসেন্স বাতিল বা বিলম্বিত করা হইয়াছে, সেই আদেশ একটি আদেশ দ্বারা বহাল রাখিতে, সংপরির্তন বা প্রতিবর্তন করিতে পারিবেন।

পরিদর্শক। ৬। (১) রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের প্রয়োজনার্থে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন তাঁহার সেরূপ আধিকারিকগণকে বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারের সেরূপ আধিকারিকগণকে পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং রাজ্যসরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন ঐ আধিকারিকগণের জন্য সেরূপ স্থানীয় সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(২) রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন

ব্যক্তিকে মুখ্য-পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, যিনি কোন পরিদর্শকের ক্ষমতাবলী রাজ্যের সর্বত্র প্রয়োগ করিবেন।

৬। প্রত্যেক মুখ্য-পরিদর্শক ও পরিদর্শক, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থে একজন লোক কৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

পরিদর্শকের ক্ষমতা।

৭। (১) রাজ্যসরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত কোনও নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কোন পরিদর্শক, যে স্থানীয় সীমার জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন সেই স্থানীয় সীমার মধ্যে,—

(ক) কোন স্থানে বা ঘর-বাড়িতে এই আইনের বিধানাবলী পালিত হইয়াছে কিনা বা পালিত হইতেছে কিনা তাহা বিনিশ্চিত করিবার জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ পরীক্ষা করিতে পারিবেন ও সেরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিবেন ঃ

তবে, কোনও ব্যক্তিকে এই ধারা অনুযায়ী এরূপ কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে বা এরূপ কোনও সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না যাহা তাঁহাকে অপরাধযুক্ত করিতে প্রবণ হইতে পারে ;

(খ) বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই প্রস্তুতকরণের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন বিহিত রেজিস্টার এবং অন্য কোন দস্তাবেজের উপস্থাপন অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন ;

(গ) যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সহকারিগণের সহিত কর্মচারিগণের বাসস্থান সমেত যেকোন স্থান বা ঘর-বাড়িতে সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যদি তাঁহার এরূপ সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু থাকে যে ঐরূপ কোন স্থানে বা ঘর-বাড়িতে কোন প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চালিত হইতেছে বা সাধারণতঃ চালিত হয় ;

(ঘ) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন পরিদর্শকের এরূপ সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু থাকে যে এই আইনের বিধানাবলী উল্লঙ্ঘনক্রমে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চালিত হইতেছে, তাহা হইলে তিনি, নিয়োজককে বা নিয়োজকের অনুপস্থিতিতে ভোগদখলকারীকে যথাযথ নোটিস প্রদান করিবার পর, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ

সহকারী কেহ থাকিলে তাঁহার সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যেক নিয়োজক বা ভোগদখলকারী মুখ্য-পরিদর্শককে বা, স্থলবিশেষে, পরিদর্শককে এই আইন অনুযায়ী তাঁহার কর্তব্য নির্বাহের জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন।

পরিচ্ছন্নতা।

৮। প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়ি, পরিচ্ছন্ন, এবং নর্দমা বা শৌচাগার বা অন্যান্য আবর্জনা হইতে উদ্গত দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে এবং যেরূপ বিহিত হইবে উহাতে, চুনকাম, রং, বার্নিশ বা পেইন্ট করা সমেত, সেরূপ মানের পরিচ্ছন্নতাও রক্ষা করিতে হইবে।

সংবাতন।

৯। (১) প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে, তথায় কর্মরত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যের হানি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ মানের আলো, সংবাতন ও তাপমাত্রার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রেই কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের পক্ষে হানিকর বা পীড়াদায়ক হওয়া সম্ভাব্য এরূপ প্রকৃতির ও এরূপ পরিমাণে ধূলা, ধোঁয়া বা অন্যান্য অবিশুদ্ধ পদার্থ ঐরূপ ঘর-বাড়িতে প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চালিত হইবার কারণে নির্গত হয়, সেক্ষেত্রে ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী ঐরূপ ধূলা, ধোঁয়া বা অন্যান্য অবিশুদ্ধ পদার্থের শ্বসন এবং কোন কর্মকক্ষে উহাদের পুঞ্জীভবন নিবারণ করিতে পারে এরূপ কার্যকর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবার জন্য নিয়োজককে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

জনবহুলতা।

১০। (১) কোনও শিল্প-ঘরবাড়ির কোন কক্ষ এরূপে জনবহুল হইবে না যাহাতে তথায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের শারীরিক হানি হইতে পারে।

(২) (১) উপধারার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ ঘরবাড়ির যে কোন কর্মকক্ষে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তথায় অন্ততঃ সওয়া চার ঘন মিটার পরিসর থাকিবে, এবং এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, কোন কর্মকক্ষের মেঝের তল হইতে তিন মিটারের অধিক উচ্চতর কোন পরিসর হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে না।

পানীয় জল।

১১। (১) নিয়োজক প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে, তথায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তির পক্ষে সুবিধাজনকভাবে অবস্থিত যথোপযুক্ত স্থলসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর পানীয় জল যোগান দিবার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবে।

(২) ঐরূপ সকল স্থল ঐ শিল্প-ঘরবাড়িতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট বোধগম্য ভাষায় "পানীয় জল"— এতদ্বারা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত থাকিবে এবং ঐরূপ কোনও স্থল, ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন প্রক্ষালন—স্থান, প্রস্রাবাগারের বা শৌচাগারের ছয় মিটারের মধ্যে অবস্থিত হইবে না।

শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার।

১২। (১) প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ধরনের, পর্যাপ্ত সংখ্যক শৌচাগার ও প্রস্রাবাগারের জায়গা করিয়া দিতে হইবে এবং এরূপ সুবিধাজনকভাবে সেগুলি অবস্থিত হইবে যাহাতে সেগুলি কর্মচারিগণের নিকট, যতক্ষণ তাহারা ঐ শিল্প-ঘরবাড়িতে থাকে ততক্ষণ সকল সময়ে, অভিগম্য হইতে পারে :

তবে, যে শিল্প-ঘরবাড়িতে পঞ্চাশজনের কম ব্যক্তি নিয়োজিত হয় বা যেখানে শৌচাগারসমূহ কোন জল-বাহিত নিষ্কাশন ব্যবস্থার সহিত যুক্ত থাকে, সেখানে পৃথক প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে না।

(২) রাজ্য সরকার কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে সাধারণতঃ নিয়োজিত কত সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীর অনুপাতে কত সংখ্যক শৌচাগার ও প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন, এবং উক্ত শিল্প-ঘরবাড়িতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যের স্বার্থে শিল্প-ঘরবাড়ির অনাময় ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, এতৎসম্পর্কে কর্মচারিগণের দায়িত্ব সমেত, সেরূপ আরও সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

প্রক্ষালন সুবিধা।

১৩। প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে, যেখানে তামাকের মিশ্রণ বা চালনি বা উভয়ই, অথবা গরম উনানে বিড়ি সেঁকা—এই সকল কার্য চালিত

হয় সেখানে, নিয়োজক, যেরূপ বিহিত হইবে, কর্মচারিগণের ব্যবহারের জন্য সেরূপ প্রক্ষালন-সুবিধার ব্যবস্থা করিবে।

শিশু পরিচর্যালয়। ১৪। (১) প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে, যেখানে সাধারণতঃ পঞ্চাশজনের অধিক মহিলা কর্মচারী নিয়োজিত হয় সেখানে, ঐ সকল মহিলা কর্মচারীর ছয় বৎসরের কম বয়সের শিশুগণের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কক্ষ বা কক্ষসমূহের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ;

(২) ঐ সকল কক্ষ—

(ক) যথাযোগ্য নিবাসন-ব্যবস্থা সম্বলিত হইবে ;

(খ) যথাযোগ্যভাবে আলোক ও সংবাতন যুক্ত হইবে ;

(গ) পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ;

(ঘ) শিশু ও কচি বাচ্চাদের পরিচর্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাগণের দায়িত্বাধীনে থাকিবে।

(৩) রাজ্য সরকার,—

(ক) এই ধারা অনুযায়ী যে সকল কক্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে সেই সকল কক্ষের নির্মাণ, নিবাসন, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের অবস্থান ও মান বিহিত করিয়া,

(খ) যে শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযুক্ত হয় সেরূপ কোন শিল্প-ঘরবাড়ির সকল মহিলা কর্মচারীর শিশুগণের পরিচ্ছদ ধৌত ও পরিবর্তন করিবার সুবিধা সংক্রান্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সমেত তাহাদের পরিচর্যার জন্য অতিরিক্ত সুবিধা-সমূহের ব্যবস্থা করিতে অনুজ্ঞাত করিয়া,

(গ) কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে ঐরূপ শিশুগণের জন্য বিনামূল্যে দুধ বা জলখাবার বা উভয়েরই ব্যবস্থা করিতে অনুজ্ঞাত করিয়া,

(ঘ) কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে ঐরূপ শিশুকে আবশ্যক সময় অন্তর খাওয়াইবার জন্য তাহার মাতাকে সুবিধাসমূহ প্রদান করিতে হইবে, এই মর্মে অনুজ্ঞাত করিয়া, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

প্রাথমিক চিকিৎসা।

১৫। প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ, প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

ক্যান্টিন।

১৬। রাজ্য সরকার প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে, যেখানে সাধারণভাবে অন্যূন দুইশত পঞ্চাশ জন কর্মচারী নিয়োজিত হয় সেখানে, কর্মচারিগণের ব্যবহারের জন্য একটি ক্যান্টিনের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য নিয়োজককে, নিয়মাবলী দ্বারা, অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

কর্মের সময়।

১৭। কোন কর্মচারীকে কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে কোনও দিন নয় ঘন্টার অধিক অথবা কোনও সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টার অধিক সময় কর্ম করিতে অনুজ্ঞাত বা অনুমত করা যাইবে না :

তবে, কোন প্রাপ্তবয়স্ক কর্মচারীকে ঐরূপ শিল্প-ঘরবাড়িতে, এই ধারা অনুযায়ী স্থিরীকৃত সীমার অতিরিক্ত যেকোন সময়সীমার জন্য অতিকালিক মজুরি প্রদান সাপেক্ষে, কর্ম করিতে অনুমত করা যাইবে, যদি অতিকালিক কর্মসমেত, ঐ কর্মের সময়সীমা কোনও দিন দশ ঘন্টার অধিক এবং কোনও সপ্তাহে সাকল্যে চুয়ান্ন ঘন্টার অধিক না হয়।

অতিকালিক কর্মের জন্য মজুরি।

১৮। (১) যেক্ষেত্রে কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে নিয়োজিত কোন কর্মচারী অতিকালিক কর্ম করিতে অনুজ্ঞাত হয়, সেক্ষেত্রে সে, ঐরূপ অতিকালিক কর্মের জন্য, তাহার মজুরির সাধারণ হারের দ্বিগুণ হারে মজুরি পাইবার অধিকারী হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন শিল্প-ঘরবাড়ির কর্মচারিগণকে ফুরনের ভিত্তিতে প্রাপ্য প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে অতিকালিক হার, এই ধারার প্রয়োজনার্থে, সেই সময়ানুপাতী হারে অনুগণিত হইবে যাহা, তাহাদের সেই অতিকালিক কর্ম যে সপ্তাহে কৃত হইয়াছে সেই সপ্তাহের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সপ্তাহের যে সকল দিন তাহারা প্রকৃতই কর্ম করিয়াছিল, সেই সকল দিনের পূর্ণকালিক উপার্জনের দৈনিক গড়ের যতটা নিকট সম্ভব সমান হইবে।

(৩) এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "মজুরির সাধারণ হার" বলিতে মূল মজুরি তৎসহ কর্মচারীগণের নিকট খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ছাড়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সুবিধার সমতুল্য নগদ অর্থ সমেত, যেরূপ ভাতা তৎসময়ে কর্মচারী পাইবার

অধিকারী, সেরূপ ভাতা বুঝায়, কিন্তু উহা বোনাস অন্তর্ভুক্ত করে না।

(৪) কোন কর্মচারীর নিকট খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ছাড় বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সুবিধার সমতুল্য নগদ অর্থ, কোন মানক পরিবারের সর্বাধিক যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্য প্রাপ্য হয় সেই পরিমাণের ভিত্তিতে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময় অন্তর, সংগণিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১।—"মানক পরিবার" বলিতে কর্মচারী, তাহার পতি বা পত্নী ও দুইটি শিশু সম্বলিত কোন পরিবার বুঝায় যাহার জন্য মোট তিনটি প্রাপ্তবয়স্ক উপভোগ—একক হওয়া আবশ্যক।

ব্যাখ্যা ২।—"প্রাপ্তবয়স্ক উপভোগ—একক' বলিতে চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন পুরুষের উপভোগ—একক বুঝায়; এবং চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন মহিলা ও কোন শিশুর উপভোগ—একক কোন প্রাপ্তবয়স্ক উপভোগ—এককের যথাক্রমে আট-দশমাংশ ও ছয়-দশমাংশ হারে অনুগণিত হইবে।

বিশ্রামের জন্য বিরতি।

১৯। কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে কর্মচারিগণের প্রতিদিনের কর্মের সময়-সীমাসমূহ এরূপে স্থিরীকৃত হইবে যে, কোনও সময়সীমা পাঁচ ঘণ্টার অধিক হইবে না, এবং কোনও কর্মচারী বিশ্রামের জন্য অন্ততঃ আধ ঘণ্টার বিরতি পাইবার পূর্বে পাঁচ ঘণ্টার অধিক কর্ম করিবে না।

বিস্তৃতি।

২০। কোন শিল্প-ঘরবাড়িতে কোন কর্মচারীর কর্মের সময়সীমাসমূহ এরূপে বিন্যস্ত হইবে যে, ১৯ ধারা অনুযায়ী তাহার বিশ্রামের জন্য বিরতিসমূহ সহ ঐ সকল সময়সীমা কোনও দিনে সাড়ে দশ ঘণ্টার অধিক বিস্তৃত হইবে না:

তবে, মুখ্য-পরিদর্শক, লিখিতভাবে কারণ বিনির্দিষ্ট করিয়া, ঐ বিস্তৃতি বারো ঘণ্টা পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক অবকাশ দিবস।

২১। (১) প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়ি, বিড়ি বা তামাকের পাতা ভেজানোর জন্য ব্যতীত, সপ্তাহে একটি দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবে, যেদিনটি নিয়োজক কর্তৃক শিল্প-ঘরবাড়ির কোন দৃষ্টি-আকর্ষক স্থানে প্রদর্শিত একটি নোটিসে বিনির্দিষ্ট হইবে এবং ঐরূপে বিনির্দিষ্ট দিনটি নিয়োজক কর্তৃক তিন মাসে একবারের অধিক মুখ্য-পরিদর্শকের লিখিত পূর্ব-অনুমতি ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে পারিবে না।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, উক্ত ঘরবাড়িতে (১) উপধারা অনুসরণক্রমে যেদিন ঐ ঘরবাড়ি বন্ধ থাকে সেই দিনে, বিড়ি ও তামাকের পাতা ভেজানোর জন্য নিয়োজিত কোন কর্মচারীকে উক্ত দিনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী তিনদিনে যেকোন একদিন পরিবর্ত অবকাশ-দিবসরূপে অনুমত হইবে।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী কোন অবকাশদিবসের জন্য, বিপরীতার্থক কোন সংবিদা সত্ত্বেও, কোন কর্মচারীকে ঐ অবকাশদিবসের পূর্ববর্তী সপ্তাহের যে সকল দিনে সে কর্ম করিয়াছিল সেইসকল দিনের কোন অতিকালিক উপার্জন ও বোনাস বাদে, কিন্তু মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য ভাতা সহ তাহার মোট পূর্ণকালিক উপার্জনের দৈনিক গড়ের সমান হারে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—"মোট পূর্ণকালিক উপার্জন'' কথাটির যে অর্থ ২৭ ধারায় নির্দিষ্ট হইয়াছে উহার সেই অর্থ থাকিবে।

কর্মের সময়সীমার নোটিস।

২২। (১) প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়িতে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে এবং সেরূপ প্রণালীতে, কর্মের সময়সীমাসমূহের একটি নোটিস প্রদর্শিত ও যথার্থভাবে রক্ষিত হইবে, যে নোটিসে প্রত্যেকদিনের জন্য কর্মচারিগণকে যে সময়সীমাসমূহ ব্যাপিয়া কর্ম করিতে অনুজ্ঞাত করা যাইবে তাহা সুস্পষ্টরূপে দর্শিত থাকিবে।

(২) (ক) (১) উপধারায় উল্লিখিত নোটিসের তিনটি প্রতিলিপি শিল্প-ঘরবাড়ির উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন পরিদর্শকের নিকট, যে শিল্প-ঘরবাড়িতে এই আইনের প্রারম্ভে কর্ম চলিতেছে সেরূপ কোন শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে, এই আইন অনুযায়ী প্রথমবারের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরির তারিখ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে, এবং যে শিল্প-ঘরবাড়িতে ঐরূপ প্রারম্ভের পর কর্ম আরম্ভ হইয়াছে সেরূপ কোন শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে তথায় কর্ম আরম্ভ হইবার দিনের পূর্বে, প্রেরণ করিতে হইবে।

(খ) কর্ম পদ্ধতিতে যে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দরুণ (১) উপধারায় উল্লিখিত নোটিসে কোন পরিবর্তন আবশ্যক হইবে তাহা কৃত হইবার পূর্বে পরিদর্শককে তিনটি প্রতিলিপি দ্বারা প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে এবং পরিদর্শকের পূর্ব-মঞ্জুরি ব্যতীত, শেষ

পরিবর্তনের পর হইতে এক সপ্তাহ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ কোনও পরিবর্তন করা যাইবে না।

কর্মের সময় ২২ ধারা অনুযায়ী নোটিসের অনুসারী হইবে।

২৩। কোনও শিল্প-ঘরবাড়িতে কোন কর্মচারী ঐ ঘরবাড়িতে ২২ ধারা অনুযায়ী প্রদর্শিত কর্মের নোটিস অনুসারে ভিন্ন অন্যথা নিয়োজিত হইবে না।

শিশু নিয়োজনের প্রতিষেধ।

২৪। কোনও শিল্প-ঘরবাড়িতে কোন শিশুকে কর্ম করিতে অনুজ্ঞাত বা অনুমত করা যাইবে না।

নির্দিষ্ট কালাবধির মধ্যে নারী বা অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নিয়োজনে প্রতিষেধ।

২৫। কোনও শিল্প-ঘরবাড়িতে কোন মহিলা বা অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে সকাল ৬ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার মধ্যে ব্যতীত কর্ম করিতে অনুজ্ঞাত বা অনুমত করা যাইবে না।

মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটির দিন।

২৬। (১) কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মচারীকে কোন পঞ্জিবর্ষে মজুরিসহ ছুটি অনুমত হইবে—

(i) কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী পঞ্জিবর্ষে তৎকর্তৃক সম্পাদিত প্রতি কুড়ি দিনের কর্মের জন্য একদিন হারে;

(ii) কোন অল্পবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী পঞ্জিবর্ষে তৎকর্তৃক সম্পাদিত প্রতি পনের দিনের কর্মের জন্য একদিন হারে।

ব্যাখ্যা।– এই উপধারা অনুযায়ী প্রাপ্য ছুটি সকল অবকাশ দিবস বাদ দিয়া হইবে, তাহা ছুটির সময়সীমার মধ্যে, আরম্ভে বা শেষে, যখনই হউক।

(২) যদি বর্ষকালাবধির মধ্যে কোন কর্মচারীকে কৃত্যক হইতে কর্মভারমুক্ত বা পদচ্যুত করা হয় বা সে নিয়োজন পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে সে (১) উপধারায় নিরূপিত হারে মজুরিসহ ছুটি পাইবার অধিকারী হইবে।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী ছুটির অনুগণনায় অর্ধদিবস বা তদধিক ভগ্নাংশ—ছুটি একটি পূর্ণ দিবসের ছুটি বলিয়া ধরা হইবে এবং অর্ধ দিবসের কম কোন ভগ্নাংশ বাদ দিতে হইবে।

(৪) যদি কোন কর্মচারী কোন পঞ্জিবর্ষে (১) উপধারা অনুযায়ী তাহাকে অনুমত ছুটির সম্পূর্ণ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার যে ছুটি অগৃহীত রহিল তাহা পরবর্তী

পঞ্জিবর্ষে তাহাকে যে ছুটি অনুমত হইবে তাহার সহিত যুক্ত হইবে :

তবে, পরবর্তী বর্ষে জের টানা যাইবে এরূপ ছুটির দিনের মোট সংখ্যা কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ত্রিশের অথবা অল্পবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে চল্লিশের অধিক হইবে না।

(৫) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমত ছুটির সমগ্র বা কোন অংশের জন্য কোন কর্মচারীর আবেদন লিখিতভাবে হইতে হইবে এবং ঐ আবেদন সাধারণতঃ, যেদিন হইতে ছুটি আরম্ভ হউক বলিয়া সে চাহে সেই দিনের পর্যাপ্ত সময় পূর্বে করিতে হইবে।

(৬) (১) উপধারা অনুযায়ী ছুটি পাইবার অধিকারী কোন কর্মচারীর নিয়োজন, সে যে ছুটি পাইবার অধিকারী সেই ছুটি সম্পূর্ণরূপে লইবার পূর্বে, যদি নিয়োজক কর্তৃক অবসিত হয়, অথবা ছুটির জন্য আবেদন করিবার পরে যদি তাহাকে ঐ ছুটি মঞ্জুর করা না হইয়া থাকে, অথবা ঐ কর্মচারী যদি ছুটি লইবার পূর্বে তাহার নিয়োজন পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহা হইলে, নিয়োজক অগৃহীত ছুটির জন্য ২৭ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় অর্থপরিমাণ তাহাকে প্রদান করিবে এবং ঐরূপ অর্থপ্রদান, যেক্ষেত্রে ঐ কর্মচারীর নিয়োজন নিয়োজক কর্তৃক অবসিত হয় সেক্ষেত্রে, ঐরূপ অবসানের পর দ্বিতীয় কর্ম-দিন অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে এবং, যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারী তাহার নিয়োজন পরিত্যাগ করিয়া যায় সেক্ষেত্রে, পরবর্তী বেতন-দিনে বা তাহার পূর্বে করিতে হইবে।

(৭) কোন কর্মচারী যে ছুটি গ্রহণ করেন নাই সেই ছুটি, কর্মভারমুক্ত বা পদচ্যুত করিবার পূর্বে যে নোটিস প্রদত্ত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয়, সেই নোটিসের সময়সীমা সংগণনা করিবার ক্ষেত্রে বিবেচনাধীনে লওয়া হইবে না।

ছুটির সময়সীমা-কালীন মজুরি।

২৭। (১) কোন কর্মচারীকে ২৬ ধারা অনুযায়ী যে ছুটি অনুমত হয় তাহার জন্য তাহাকে, তাহার ঐ ছুটির অব্যবহিত পূর্ববর্তী মাসের যে সকল দিনে সে কর্ম করিয়াছিল, সেই সকল দিনের কোনও অতিকালিক উপার্জন ও বোনাস বাদে কিন্তু মহার্ঘভাতা

ও অন্যান্য ভাতাসহ তাহার মোট পূর্ণকালিক উপার্জনের দৈনিক গড়ের সমান হারে অর্থপ্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ১।—এই উপধারায় "মোট পূর্ণকালিক উপার্জন" কথাটি, কর্মচারিগণের নিকট খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ছাড়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সুবিধার সমতুল্য যে নগদ অর্থ তৎসময়ে কর্মচারী পাইবার অধিকারী, সেই নগদ অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু উহা বোনাসকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

ব্যাখ্যা ২।—কোন গৃহ-কর্মীকে ছুটির সময়সীমাকালীন প্রদেয় মজুরি নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে অথবা কোন মহিলা গৃহ-কর্মীকে প্রসূতি-সুবিধা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, "দিন" বলিতে মধ্যরাত্রি হইতে আরভ্যমান চব্বিশ ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে যে সময়সীমা ব্যাপিয়া ঐরূপ গৃহ-কর্মীকে বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত করা হইয়াছিল সেই সময় বুঝাইবে।

(২) যে কর্মচারীকে প্রাপ্তবয়স্ক হইবার ক্ষেত্রে অন্যূন চারদিনের এবং অল্পবয়স্ক হইবার ক্ষেত্রে অন্যূন পাঁচদিনের ছুটি অনুমত হইয়া থাকে তাহাকে, তাহার ছুটি আরম্ভ হইবার পূর্বে, অনুমত ছুটির সময়সীমার জন্য প্রাপ্য মজুরি প্রদান করিতে হইবে।

শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এর প্রয়োগ।

২৮। (১) মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬ (অতঃপর এই ধারায় উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত)-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত আইনের বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সকল বা যেকোন বিধান যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বা যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হয় সেই প্রতিষ্ঠানের বা সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল বা যেকোন শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে এবং উক্ত আইনের বিধানাবলী ঐরূপে প্রযুক্ত হইবার পর, এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কোন পরিদর্শক উক্ত আইনের ঐরূপ বিধানাবলী তাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বলবৎকরণের উদ্দেশ্যে পরিদর্শক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) রাজ্য সরকার, অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা, (১) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

বিশেষ বিধানাবলী।

[২৯। (১) রাজ্য সরকার, কর্মচারিগণের পক্ষে নিয়োজক কর্তৃক তন্নিকট কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, শিল্প-ঘরবাড়ির বাহিরে কর্মচারিগণ দ্বারা বিড়ি বা তামাকের পাতা ভেজানো বা কাটানোর অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) নিয়োজক, (১) উপধারা অনুযায়ী যে কর্ম শিল্প-ঘরবাড়ির বাহিরে চালাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে সেই কর্মের একটি অভিলেখ, বিহিত ফরমে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(৩) এই ধারায় যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, কোনও নিয়োজক বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই তৈয়ারি করা সম্পর্কিত কোন প্রস্তুত-প্রক্রিয়া শিল্প-ঘরবাড়ির বাহিরে চালাইবার জন্য অনুজ্ঞাত বা অনুমত করিবে না :

তবে, এই উপধারার কোন কিছুই বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই গৃহে তৈয়ারি করিবার জন্য যাহাকে কোন নিয়োজক বা কনট্রাক্টর কাঁচা মাল দেয়, সেরূপ কোন শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

বয়স সম্পর্কিত প্রমাণের ভার।

৩০। (১) যখন কোন কার্য বা অকৃতি, কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট বয়সের নিম্নে হইলে, এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধ হইত এবং যখন ঐ ব্যক্তি দৃষ্টতঃ ঐরূপ বয়সের নিম্নে বলিয়া আদালতের অভিমত হয়, তখন ঐ ব্যক্তি যে ঐ বয়সের নিম্নে নহে, ইহা প্রমাণ করিবার ভার অভিযুক্তের উপর থাকিবে।

(২) পৌর সহকারী চিকিৎসকের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ কোন চিকিৎসা আধিকারিকের, কোন কর্মচারী সম্পর্কে এই মর্মে লিখিতভাবে ঘোষণা যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঐ কর্মচারীকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তিনি ঐ কর্মচারীর বয়স ঐ ঘোষণায় বিবৃত বয়সের কম বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা এই আইনের ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রয়োজনার্থে, ঐ কর্মচারীর বয়সের সাক্ষ্যরূপে গ্রাহ্য হইবে।

পদচ্যুতির নোটিস।

৩১। (১) কোনও নিয়োজক, ছয়মাস বা উহার অধিক কোন সময়সীমার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে এরূপ কোন কর্মচারীকে, ন্যায়সঙ্গত

কারণ ব্যতিরেকে, এবং অন্ততঃ এক মাসের নোটিস বা ঐরূপ নোটিসের পরিবর্তে এক মাসের মজুরি প্রদান না করিয়া, তাহার কৃত্যক হইতে অভিমুক্ত করিতে পারিবে না: তবে, ঐরূপ নোটিসের প্রয়োজন হইবে না যদি ঐরূপ কর্মচারীকে কৃত্যক হইতে এরূপ কোন অসদাচরণের আরোপের ভিত্তিতে অভিমুক্ত করা হয় যাহা নিয়োজক কর্তৃক ঐ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কোন অনুসন্ধানে অভিলিখিত সন্তোষজনক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত।

(২) (ক) কর্মভারমুক্ত, পদচ্যুত বা ছাটাই কর্মচারী, তাহাকে কৃত্যক হইতে অভিমুক্ত করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না এই হেতুতে অথবা নিয়োজক যেরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছে সেরূপ কোন অসদাচরণের জন্য সে দোষী নহে এই হেতুতে অথবা কর্মভারমুক্ত বা পদচ্যুত করিবার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে এই হেতুতে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট এবং সেরূপ সময়ের মধ্যে, আপীল করিতে পারিবে।

(খ) আপীলী প্রাধিকারী, বিহিত প্রণালীতে নিয়োজক ও কর্মচারীকে নোটিস প্রদান করিবার পর, আপীল খারিজ করিতে পারিবেন অথবা যে সময়সীমার জন্য কোন কর্মচারীকে নিয়োজন হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল সেই সময়সীমার জন্য প্রাপ্য মজুরিসহ বা মজুরি বাদে উক্ত কর্মচারীকে পুনর্বহাল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে অথবা পুনর্বহাল না করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা অবস্থাধীন ক্ষেত্রে যেরূপ তিনি উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ অন্য প্রতিকার মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) আপীলী প্রাধকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে আবদ্ধকর হইবে এবং আপীলী প্রাধিকারীর আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করা হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে কার্যকর করা হইবে।

পরিদর্শককে বাধা দিবার জন্য দণ্ড।

৩২। যে কেহ মুখ্য-পরিদর্শককে বা কোন পরিদর্শককে যে সকল ক্ষমতা এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী প্রদান করা হইয়াছে সেরূপ

ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে তাহাকে বাধা দিবে অথবা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মাবলী অনুসরণক্রমে তাহার অভিরক্ষায় রক্ষিত কোন রেজিস্টার বা অন্য দস্তাবেজ মুখ্য-পরিদর্শক বা কোন পরিদর্শক দেখিতে চাহিলে উপস্থাপিত করিতে অপারগ হইবে অথবা শিল্প-ঘরবাড়িতে কোন কর্মচারীকে মুখ্য-পরিদর্শক বা কোন পরিদর্শকের সমক্ষে হাজির হওয়া হইতে বা মুখ্য-পরিদর্শক বা কোন পরিদর্শক কর্তৃক ঐ কর্মচারীকে পরীক্ষা করা হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখিবে বা নিবারিত করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে অথবা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থই দণ্ডনীয় হইবে।

অপরাধের জন্য সাধারণ দণ্ড।

৩৩। (১) এই আইনে যেরূপ অন্যথা ব্যক্তরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত, যে ব্যক্তি এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর কোনও বিধান উল্লঙ্ঘন করিবে অথবা ৩১ ধারার (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী আপীলী প্রাধিকারীর প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসারে মজুরি বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে অপারগ হইবে, সেই ব্যক্তি, প্রথম অপরাধের জন্য, দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় এবং দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী কোন অপরাধের জন্য, এক মাসের কম হইবে না বা ছয় মাসের অধিক হইবে না এরূপ মেয়াদের কারাবাসে অথবা এক শত টাকার কম হইবে না বা পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে না এরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থই দণ্ডনীয় হইবে।

(২) (ক) যে কোন নিয়োজক, যে ৩১ ধারার (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী আপীলী প্রাধিকারীর প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসারে কোন কর্মীকে পুনর্বহাল করিতে অপারগ হইবে সে, দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে।

(খ) যে কোন নিয়োজক, যে (ক) প্রকরণ অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইবার পরেও, ঐরূপ দোষসিদ্ধির তারিখের পর, উক্ত প্রকরণে উল্লিখিত আদেশ অনুসারে কোন কর্মচারীকে

পুনর্বহাল করিতে অপারগ থাকিয়া যাইবে, সে, ঐরূপ ব্যত্যয়ের প্রত্যেকদিনের জন্য, কুড়ি টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে।

(গ) যে কোন আদালত যিনি এই উপধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের বিচারকারী সেই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, জরিমানা আদায়ীকৃত হইলে উহার সমগ্র বা যে কোন অংশ ক্ষতিপূরণস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে যে, ঐ আদালতের অভিমতে, ঐরূপ অপারগতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(৩) মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এ মজুরির সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ৩১ ধারার (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী যে ক্ষতিপূরণ নিয়োজক কর্তৃক প্রদত্ত হইবার জন্য অঙ্গীকৃত হয় কিন্তু তৎকর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই, তাহা ঐ আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী বিলম্বিত মজুরিরূপে আদায়যোগ্য হইবে। ১৯৩৬-এর ৪।

(৪) ৩ ধারার বিধানাবলী উল্লঙ্ঘনের জন্য কোন ব্যক্তির অভিযুক্তির ক্ষেত্রে ইহা কোনও প্রতিরক্ষা হইবে না যে বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই তৈয়ারি করিবার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন প্রস্তুত-প্রক্রিয়া স্বয়ং ঐ ব্যক্তির দ্বারা বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের দ্বারা অথবা ঐ ব্যক্তির সহিত বাস করে বা তাহার উপর নির্ভরশীল অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা চালিত হইয়াছিল।

কোম্পানিকৃত অপরাধ।

৩৪। (১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঐ অপরাধ সংঘটিত হইবার সময়ে কোম্পানির কার্য পরিচালনার জন্য ঐ কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত ছিল ও ঐ কোম্পানির নিকট দায়ী ছিল সে এবং, অধিকন্তু, ঐ কোম্পানি ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদ্‌বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালিত হইবার ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবার দায়িত্বাধীন হইবে :

তবে, এই উপধারার অন্তর্ভুক্ত কোনকিছুই ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে এই আইনে ব্যবস্থিত কোন দণ্ডের দায়িত্বাধীন করিবে না যদি সে প্রমাণ করে যে ঐ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল

অথবা ঐ অপরাধের সংঘটন নিবারিত করিতে সে সকল যথাযথ তৎপরতা প্রয়োগ করিয়াছিল।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কোন অপরাধ কোন কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ অপরাধ ঐ কোম্পানির কোন অধিকর্তা, পরিচালক, সচিব বা অন্য কোন আধিকারিকের সম্মতিক্রমে বা মৌনানুমোদনক্রমে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উহা তৎপক্ষে কোনরূপ অবহেলার ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, সেক্ষেত্রে ঐ অধিকর্তা, পরিচালক, সচিব বা অন্য আধিকারিকও ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদ্‌বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালিত হইবার ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবার দায়িত্বাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে --

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোন নিগমিত নিকায় বুঝায় এবং উহা কোন ফার্ম ও অন্যান্য ব্যক্তি পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং

(খ) "অধিকর্তা" বলিতে, কোন ফার্ম সম্পর্কে ঐ ফার্মের কোন অংশীদার বুঝায়।

নিষ্কৃতি। ৩৫। (১) এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা প্রদত্ত কোন আদেশ অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্যবিধ বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

(২) এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসরণক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কিছুর দ্বারা যে লোকসান ঘটিত হইয়াছে বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য সেই লোকসানের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা, বা অন্যবিধ বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

অপরাধের প্রগ্রহণ। ৩৬। (১) কোনও আদালত এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধ, যে তারিখে অভিকথিত অপরাধের সংঘটন কোন

পরিদর্শকের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে মুখ্য-পরিদর্শক বা কোন পরিদর্শক কর্তৃক, অথবা তদীয় লিখিত পূর্বানুমোদন সহ, কৃত নালিশের ভিত্তিতে ব্যতীত, প্রগ্রহণ করিবেন না :

তবে, যেক্ষেত্রে ঐ অপরাধ ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী, মুখ্য-পরিদর্শক বা কোন পরিদর্শকের কোন লিখিত আদেশ অমান্য করায় হয়, সেক্ষেত্রে তৎসম্পর্কে নালিশ, যে তারিখে ঐ অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত, সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে করা যাইবে।

(২) প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বা কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত অপেক্ষা নিম্নতর কোনও আদালত এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

শিল্প-নিয়োজন (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৪৬ ও প্রসূতি-সুবিধা আইন, ১৯৬১-র প্রয়োগ।

৩৭। (১) শিল্প-নিয়োজন (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৪৬-এর বিধানাবলী, যে শিল্প-ঘরবাড়িতে পঞ্চাশ জন বা উহার অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিয়োজিত আছে বা পূর্ববর্তী বারো মাসের যেকোন একদিন নিয়োজিত ছিল, সেরূপ প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে এইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন উহা এরূপ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহার ক্ষেত্রে ঐ আইন, উহার ১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে এবং যেন উক্ত ঘরবাড়ির যে কর্মচারী সে ঐ আইনের অর্থে কোন কর্মকারী। ১৯৩৬-এর ২০।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকার, এরূপ করিবার তদীয় অভিপ্রায়ের অন্যূন দুই মাসের নোটিস প্রদান করিবার পর, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শিল্প-নিয়োজন (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৪৬-এর সকল বা যেকোন বিধান, যে শিল্প-ঘরবাড়িতে পঞ্চাশ জনের কম কর্মচারী নিয়োজিত আছে বা পূর্ববর্তী বারো মাসের যেকোন একদিন নিয়োজিত ছিল, সেরূপ কোন শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে এইভাবে প্রযুক্ত করিতে পারিবেন যেন উহা এরূপ কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যাহার ক্ষেত্রে ঐ আইন, উহার ১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে এবং যেন উক্ত ঘরবাড়ির যে কর্মচারী সে ঐ আইনের অর্থে কোন কর্মকারী। ১৯৪৮-এর ২০।

(৩) প্রসূতি-সুবিধা আইন, ১৯৬১-তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ঐ আইনের বিধানাবলী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন উহা এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান যাহার ক্ষেত্রে ঐ আইন, উহার ২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে : ১৯৬১-এর ৫৩।

তবে, উক্ত আইন, কোন গৃহকর্মীর প্রতি প্রয়োগে, নিম্নলিখিত সংপরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে, যথা :—

(ক) ৫ ধারায়, (১) উপধারার ব্যাখ্যায়, "বা দিনে এক টাকা, যাহাই অধিকতর হইবে" এই শব্দসমূহ বাদ দিতে হইবে, এবং

(খ) ৮ ও ১০ ধারা বাদ দিতে হইবে।

কতিপয় বিধান শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

৩৮। (১) কারখানা আইন, ১৯৪৮-এর অধ্যায় ৪ এবং ৮৫ ধারা শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে এবং ঐ আইনের অবশিষ্ট বিধানাবলী কোনও শিল্প-ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। ১৯৪৮-এর ৬২।

(২) দোকান বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণের কর্মের শর্তাবলী প্রনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোনও বিধিতে অন্তর্ভূত কোন কিছুই, যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হয়, সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

শিল্প-বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর প্রয়োগ।

৩৯। (১) শিল্প-বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর বিধানাবলী প্রত্যেক শিল্প-ঘরবাড়ি সম্পর্কে উদ্ভূত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। ১৯৪৭-এর ১৪।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন নিয়োজক এবং কোন কর্মচারীর মধ্যে—

(ক) নিয়োজক কর্তৃক কর্মচারিগণকে কাঁচামাল প্রদান,

(খ) কোন কর্মচারী কর্তৃক প্রস্তুত বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই নিয়োজক কর্তৃক খারিজকরণ,

(গ) নিয়োজক কর্তৃক খারিজকৃত বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ের জন্য মজুরি প্রদান,

সম্পর্কিত বিরোধ রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ প্রাধিকারী কর্তৃক এবং সেরূপ সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে মীমাংসিত হইবে।

(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট প্রাধিকারী কর্তৃক কৃত কোন মীমাংসায় ক্ষুব্ধ কোনও ব্যক্তি, রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট এবং সেরূপ সময়ের মধ্যে আপীল করিতে পারিবে।

(৪) (৩) উপধারা অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট প্রাধিকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

এই আইনের সহিত অসমঞ্জস বিধি ও চুক্তির কার্যকারিতা।

৪০। (১) এই আইনের বিধানাবলী, তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে অথবা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে, যখনই হউক, কৃত কোন বিনির্ণয়, চুক্তি বা কৃত্যক-সংবিদার কড়ারসমূহে ঐ বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কার্যকারিতা পাইবে :

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিনির্ণয়, চুক্তি, কৃত্যক-সংবিদা অনুযায়ী বা অন্যথা কোন কর্মচারী কোনও বিষয়ে যেসকল সুবিধা পাইবার অধিকারী সেই সকল সুবিধা তাহার পক্ষে এই আইন অনুযায়ী সে যে সকল সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবে, তদপেক্ষা অধিকতর অনুকূল হয়, সেক্ষেত্রে ঐ কর্মচারী সেই বিষয়ে, এই আইন অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ে সুবিধাসমূহ পাওয়া সত্ত্বেও, সেই অধিকতর অনুকূল সুবিধাসমূহ পাইবার অধিকারী থাকিয়া যাইবে।

(২) এই আইনের অন্তর্ভূত কোন কিছুরই, এরূপ অর্থান্বয় করা হইবে না যে, উহা কোন কর্মচারীকে, কোনও বিষয়ে এই আইন অনুযায়ী সে যে সকল অধিকার ও বিশেষাধিকার পাইবার অধিকারী হইবে, তাহার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর অনুকূল অধিকার ও বিশেষাধিকার তাহাকে মঞ্জুর করিবার জন্য নিয়োজকের সহিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে প্রবারিত করে।

অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা।

৪১। রাজ্য সরকার, যেরূপ শর্ত ও বাধানিষেধ তিনি আরোপ করিবেন তৎসাপেক্ষে, যে কোন শ্রেণীর শিল্প-ঘরবাড়িকে অথবা যে কোন শ্রেণীর নিয়োজক বা কর্মচারীকে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সকল বা যেকোন বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন :

তবে, এই ধারার কোনকিছুরই এরূপ অর্থান্বয় করা হইবে না যে,

উহা মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি, প্রসূতি-সুবিধা, শিশু পরিচর্যালয়, মজুরি, বিড়ি বা চুরুট খারিজকরণ ও রাত্রিকালীন কর্ম সম্পর্কে এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর যেকোন বিধান হইতে কোন মহিলা কর্মচারীকে অব্যাহতি মঞ্জুর করিতে রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাপন্ন করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দিবার ক্ষমতা।

৪২। কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের বিধানাবলী কার্যান্বিত করা সম্বন্ধে কোন রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

এই আইন ব্যক্তিগত বাসগৃহে স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

৪৩। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই, কোন ব্যক্তিগত বাসগৃহের মালিক বা ভোগদখলকারী যে তাহার সহিত ঐরূপ বাসগৃহে বসবাসকারী ও তাহার উপর নির্ভরশীল তাহার পরিবারের সদস্যগণের সহায়তায় ঐরূপ ব্যক্তিগত বাসগৃহে কোন প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চালনা করে, তাহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না :

তবে, ঐ বাসগৃহের মালিক বা ভোগদখলকারী সেরূপ কোন নিয়োজকের কর্মচারী হইবে না যাহার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "পরিবার" বলিতে মালিকের বা ভোগদখলকারীর পতি বা পত্নী ও সন্তানগণকে বুঝায়।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৪৪। (১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা :—

(ক) এই আইন অনুযায়ী যে সকল শর্ত ও কড়ার সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইবে বা নবীকৃত হইবে এবং ঐ লাইসেন্সের ক্ষেত্রে যে ফী প্রদান করিতে হইবে ;

(খ) এই আইন অনুযায়ী কোন লাইসেন্সের জন্য আবেদনের ফরম এবং ঐরূপ আবেদনের সহিত যে সকল দস্তাবেজ ও নক্শা জমা দিতে হইবে ;

(গ) কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার জন্য বা মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হইবার জন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক যে সকল বিষয় বিবেচনাভুক্ত হইবে ;

(ঘ) কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করার বা মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে যে সময়ের মধ্যে, যে ফী প্রদানক্রমে এবং যে প্রাধিকারীর নিকট আপীল করিতে হইবে ;

(ঙ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বিভাগ যে পরিমাণ তামাক নির্মুক্তি করিয়াছেন সেই পরিমাণ এবং কোন নিয়োজক কর্তৃক, সে যত সংখ্যক বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই প্রস্তুত করিয়াছে সেই সংখ্যা বিনির্দিষ্ট করিয়া, একটি মাসিক রিটার্ন ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর নিকট দাখিলকরণ ;

(চ) এই আইন অনুযায়ী পরিদর্শকগণকে যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে ;

(ছ) এই আইন অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতার যে মান রক্ষা করা আবশ্যক ;

(জ) এই আইন অনুযায়ী যে মানের আলো, সংবাতন ও তাপমাত্রার রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক ;

(ঝ) এই আইন অনুযায়ী যে প্রকারের প্রস্রাবাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক ;

(ঞ) এই আইন অনুযায়ী প্রক্ষালনের যে সকল সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(ট) ক্যান্টিন ;

(ঠ) কর্মের সময়সীমা সংক্রান্ত নোটিসের ফরম ও প্রণালী ;

(ড) কোন প্রতিষ্ঠানের বাহিরে সম্পাদিত কর্মের অভিলেখ যে ফরমে রক্ষিত হইবে ;

(ঢ) পদচ্যুত, কর্মভারমুক্ত বা ছাঁটাই কোন কর্মচারী যে প্রাধিকারীর নিকট এবং যে সময়ের মধ্যে আপীল করিতে পারিবে ;

(ণ) কোন কর্মচারীর নিকট খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ছাড়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সুবিধার সমতুল্য নগদ অর্থ যে প্রণালীতে সংগণিত হইবে ;

(ত) এই আইনের ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানসমূহ পালন করা সুনিশ্চিত করিবার প্রয়োজনার্থে কোন প্রতিষ্ঠানে যেসকল অভিলেখ ও রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ;

(থ) প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা আলমারী এবং উহার অন্তর্বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং যে সকল ব্যক্তির দায়িত্বে ঐ সকল বাক্স থাকিবে ;

(দ) যে প্রণালীতে বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই বাছাই করা বা খারিজ করা এবং খারিজ-করা বিড়ি বা চুরুট বা উভয়েরই বিলি-ব্যবস্থা করা চালিত হইবে ;

(ধ) কোন কর্মচারী কর্তৃক প্রস্তুত বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই খারিজ করার সর্বোচ্চ শতাংশ-সীমা স্থিরীকরণ ;

(ন) যে সকল ব্যক্তি বিড়ি বা চুরুট বা উভয়ই গৃহে প্রস্তুত করিবার জন্য সরাসরি বা কোন এজেন্টের মাধ্যমে কাঁচা-মাল গ্রহণ করে সেই সকল ব্যক্তিকে যে স্থানে মজুরি প্রদান করা হইবে সেই স্থান বিনির্দিষ্ট করা ;

(প) কর্মচারিগণকে বিড়ি ও তামাকের পাতা সমেত কাঁচামাল বিতরণের উপর পরিদর্শকগণ কর্তৃক অবেক্ষণ ;

(ফ) কর্মিগণের নিরাপত্তার জন্য অগ্নি প্রতিরোধক যে সকল সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইবে ;

(ব) কাঁচামাল প্রদান করা সংক্রান্ত বিবাদ যে প্রাধিকারী কর্তৃক এবং যে প্রণালীতে মীমাংসিত হইবে এবং প্রথমোক্ত প্রাধিকারী কর্তৃক কৃত মীমাংসা হইতে উদ্ভূত আপীল যে প্রাধিকারীর নিকট করা যাইবে ;

(ভ) বিহিত হওয়া আবশ্যক বা বিহিত করা যাইবে এরূপ যে কোন বিষয় ।

(৩) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত সকল নিয়ম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং পূর্ববর্তী প্রকাশনের শর্ত সাপেক্ষ হইবে ; এবং সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭-এর ২৩ ধারার (৩) প্রকরণ অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট করণীয় তারিখসমূহ, প্রস্তাবিত নিয়মা-বলীর খসড়া যে তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে তিন মাসের পূর্ববর্তী হইবে না । ১৮৯৭-এর ১০ ।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, যেক্ষেত্রে রাজ্য বিধানমণ্ডল দুইটি সদন লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে উহার প্রত্যেক সদনের সমক্ষে বা যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধানমণ্ডল একটি সদন লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে ঐ সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে,

মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এবং যদি, যে সত্রে ঐ নিয়ম স্থাপন করা হয়, সেই সত্রের বা তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে, বিধানমণ্ডল ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা বিধানমণ্ডল একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এরূপভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন্ কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।